প্রথম আলো

তারিখ 26 APR 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অকৃতকার্য শিক্ষার্থীরাও চূড়ান্ত পরীক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন!

মুসা আহমেদ ●

প্রথম ও দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী চতুর্থ সেমিস্টার চূড়ান্ত পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকেরা। এ বিষয়ে প্রশাসন ও শিক্ষকেরা একে অপরের ঘাড়ে দায় চাপাচ্ছেন।

সূত্র জানায়, মনোবিজ্ঞান বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের শামিম রেজা ও আমিরুল ইসলাম প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষায় তিনটি কোর্সে ফেল করেন। ফেল করার পরও তাঁরা দ্বিতীয় সেমিস্টারে ভর্তির সুযোগ পান। তারপর ওই দুই শিক্ষার্থী দ্বিতীয় সেমিস্টার চূড়ান্ত পরীক্ষায় জিপিএ দুই পয়েন্টের কম পেয়ে ফেল করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী, কোনো শিক্ষার্থী প্রথম ও দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষায় জিপিএ দুই পয়েন্টের কম পেয়ে ফেল করলে আবার প্রথম সেমিস্টারে ভর্তি হতে হয়। না হলে ছাত্রত্ব বাতিল হয়। আর একটি কোর্সে ফেল করলে শর্ট সেমিস্টার পরীক্ষা (পরবর্তী সেমিস্টারে পড়ার ফাঁকে আগের সেমিস্টারের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা) দিয়ে পাস করতে হয়।

মনোবিজ্ঞান বিভাগের ওই দুই ছাত্র তৃতীয় সেমিস্টারে ভর্তি হয়ে পাসও করেছিলেন। এখন চতুর্থ সেমিস্টার চূড়ান্ত পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক অন্য এক কাজে শিক্ষার্থীদের নম্বরপত্র যাচাইয়ের সময় জানতে পারেন, তাঁরা দুজন প্রথম ও দ্বিতীয় সেমিস্টারে ফেল করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এ কে এম আক্তারুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার সময়ই কে পাস বা ফেল করল তা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিভাগের শিক্ষকদের জানিয়ে দেওয়া হয়। ওই শিক্ষার্থীরা ফেল করার পরও কীভাবে পরবর্তী সেমিস্টারে ভর্তি হলো, তা সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকেরাই জানেন।

এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান কাজী সাইফুদ্দীন ভিন্ন কথা বলেছেন। তিনি বলেন, পরীক্ষায় কে পাস বা ফেল করল, তা বিভাগের শিক্ষকদের দেখার বিষয় নয়। শিক্ষকদের কাজ হলো শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া আর গবেষণা করা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ রকম ঘটনা আরও আছে। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের শাহ কামরান ও ইমরান চৌধুরী প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষায় একটি কোর্সে ফেল করেও স্নাতক চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছেন। এখন মাস্টার্সে ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

অকৃতকার্য শিক্ষার্থীরা বলেন, ভর্তির সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন তাঁরা জানতেন না। বিভাগের শিক্ষকেরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন সম্পর্কে কখনো কিছু বলেননি।

আক্তারুজ্জামান বলেন, শামিম রেজা ও আমিরুল ইসলাম চতুর্থ সেমিস্টার বহাল রেখে শর্ট সেমিস্টার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। আবেদনপত্রে ওই বিভাগের চেয়ারম্যান কাজী সাইফুদ্দীন সুপারিশ করেছেন। কাজী সাইফুদ্দীন কোন যুক্তিতে আবেদনপত্রে সুপারিশ করেছেন, তা জানতে চেয়ে উপাচার্য কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্র জানায়, এর আগেও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মেরী রানী দাস, গণিত বিভাগের ফজলে করিম এবং ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ উঠেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাঁদের ছাত্রত্ব বাতিল করেছিল।